জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৮/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* গুচ্ছ বোমা সংক্রান্ত নতুন কনভেনশন স্বাক্ষরে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের প্রশংসা
* আগামী দশকের পুরোভাগেই খাদ্যের উচ্চ মুল্য অব্যাহত থাকবে-জাতিসংঘ প্রতিবেদনে প্রকাশ
* নেপালে গণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের অভিনন্দন
* মিয়ানমার: অং সাং সুচীকে অব্যাহতভাবে বিনা বিচারে আটক রাখায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের গভীর নিন্দা প্রকাশ

গুচ্ছ বোমা সংক্রান্ত নতুন কনভেনশন স্বাক্ষরে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের প্রশংসা

৩০ মে- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ ডাবিলিনে গুচ্ছ বোমার ব্যবহার বিষয়ক নতুন কনভেনশন স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সদস্য দেশগুলোকে নতুন এ চুক্তিটি অনুমোদন করতে উৎসাহিত করেছেন।

মুখপাত্র কর্তৃক পেশকৃত এক বক্তব্যে জনাব বান বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি যে মানবতার ওপর গুচ্ছ বোমার প্রভাব রোধে উদাত্ত আহ্বানের জবাব হল আজকের এই নতুন কনভেনশন।

তিনি আরও বলেন, ‘ আমি ডাবলিন কূটনৈতিক সম্মেলনের সফলতা স্বাগত জানাই এবং তাদের প্রত্যেকে অভিনন্দন জানাই যারা এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছেন।’

১১১ টি দেশের প্রতিনিধিগণ এই নতুন আন্তর্জাতিক কনভেনশনটির দলিল অনুমোদনে সম্মত হয়েছেন, যার মাধ্যমে গুচ্ছ বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১১ দিন আগে ডাবলিনে শুরু হওয়া কূটনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে জনাব বান এক বক্তব্যে বলেন, এই উপকরনটি প্রকৃতপক্ষেই সঠিক নয় এবং প্রায়ই এর অপব্যবহার করা হয়। ব্যবহার করার সময় এবং সংঘর্ষ শেষ হবার দীর্ঘ সময় পরও এগুলো বেসামরিক জনগণের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ছয় দশকেরও বেশি সময় থেকে গুচ্ছ বোমা ব্যবহৃত হচ্ছে। লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে ৩০ বছরেও বেশি সময় ধরে এগুলো পুঁতা আছে । অন্যদিকে সম্প্রতি কসোভো, আফগানিস্থান, ইরাক ও দক্ষিণ লেবাননে এগুলোর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানায় শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষের ব্যবহৃত গুচ্ছ বোমার আঘাতে আহত ও নিহতের মধ্যে শতকরা ৪০ জন শিশু।

আজ মহাসচিব বলেন যে বিশ্বের দেশ, আন্তর্জতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক মতঐক্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক মানদন্ড তৈরি করেছে যা বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা আরও জোড়দার করেছে, মানবাধিকারকে শক্তিশালী করেছে এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে।

মহাসচিব আরও বলেন, ‘সমগ্র জাতিসংঘ ব্যবস্থা এ চুক্তির শর্ত সমুহকে পুর্ণ সমর্থন করে এবং এগুলোর প্রয়োগে সদস্য দেশগুলোকে যথাযথ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। আমি দেশসমুহকে কাল বিলম্ব না করে দ্রুত এ চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করতে উৎসাহিত করব এবং শীঘ্রই এটা কার্যকরী হওয়ার প্রত্যাশা করব।’

আগামী দশকের পুরোভাগেই খাদ্যের উচ্চ মুল্য অব্যাহত থাকবে-জাতিসংঘ প্রতিবেদনে প্রকাশ

২৯ মে- জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) এর এক প্রতিবেদনে আজ উলে-খ

করা হয় যে গত দশকের চেয়ে আগামী ১০ বছরে খাদ্য দ্রব্যের উচ্চ মুল্য অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় যে খাদ্য দ্রব্যের উচ্চ মুল্য দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের সবচেয়ে বেশি আঘাত করবে এবং প্রতিবেদনে মানবিক সাহায্য অতি জরুরী ভিত্তিতে সহজলভ্য করণ এবং দীর্ঘ মেয়াদে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোড় দেবার আহ্বান জানানো হয়।

প্যারিসে এই প্রতিবেদনের উদ্বোধনী সংবাদ সম্মেলনে FAO এর মহাপরিচালক জাকুয়েস দিউক বলেন ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির ওপর উচ্চ মুল্যের প্রভাব মোকাবিলায় জরুরী ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

'আজকে প্রায় ৮৬২ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধা ও পুষ্টিহীণতায় ভুগছে- এ পরিসংখ্যান কৃষিতে পুণঃবিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে। এটা এখন পরিষ্কার হওয়া উচিত যে উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে কৃষিতে পুনরায় গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।'

মুদ্রস্ফিতির জন্য মুল্য ঠিক রাখা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয় যে আগামী দশকের পুরোভাগেই চাল ও চিনির মুল্য যথাক্রমে ১০ শতাংশের কম, গমের মুল্য ২০ শতাংশের কম, মাখন তৈরির শস্য এবং তৈল বীজের মুল্য ৩০ শতাংশ এবং সবজীজাত তেলের মুল্য ৫০ শতাংশের বেশি বাড়বে।

এ প্রতিবেদন অনুসারে তেলের উচ্চমুল্য, মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা পরিবর্তন, নগরায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির ফলাফল।

প্রতিবেদনে FAO এবং OECD উলে-খ করে যে ,জৈব জ্বালানীর চাহিদা বৃদ্ধি দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ। প্রতিবেদনে বলা হয় ২০০০ থেকে ২০০৭ সালে ইথানলের উৎপাদন তিন গুন বেড়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে আগামী দশকে আবার এটা দ্বিগুন হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, অপর্যাপ্ত মজুত এবং লাভের আশায় ঝুঁকি নেয়া প্রভৃতি দ্রব্যমুল্য পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে।

নেপালে গণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের অভিনন্দন

২৮ মে- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ নেপালের জনগণকে এশিয়ার এই দেশটির গণপরিষদে প্রথম ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মুখপাত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত এক বক্তব্য জনাব বান বলেন গত ১০ এপ্রিল গণপরিষদ নির্বাচণের মাধ্যমে নেপালের জনগণ স্পষ্টভাবে দেশে শান্তি ও পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

তিনি সকল দলকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য এবং যত শীঘ্রই সম্ভব একটি নতুন সরকার গঠন করার জন্য উৎসাহিত করেন।

আজকের সভায় ৫ শরও বেশি গণপরিষদ সদস্য অংশ নেন। নেপালের ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটিয়ে অন্তবর্তী সংবিধান সংশোধন করে নেপালকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার ভোটাভুটিতে ভোটাধিক্য দেখা দেয়, যাতে ৫৬০ টি ভোট পরে পক্ষে এবং ৪ টি বিপক্ষে।

আজকের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন গণপরিষদের সবচেয়ে বয়োজোষ্ঠ সদস্য কুল বাহাদুর গুরুং, প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা শহীদদের স্মরনে ২ মিনিট নিরবতা পালনের পর সভা পরিচালনা করেন।

নেপালে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন আজ গণপরিষদকে অভিনন্দন জনান।

এক বক্তব্যে ইয়ান বলেন, এখন পর্যন্ত নেপালের সবার অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন বলে পরিচিত নির্বাচনে সহযোগিতা করতে পেরে জাতিসংঘ গর্বিত।

তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি পবিত্র দায়িত্ব হল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা ও সেই সাথে নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ায় পরবর্তী গুরুত্বপুর্ণ ধাপ হিসেবে একটি অন্তবর্তী আইনসভার দায়িত্ব পালন করা এবং টেকসই শান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা পুরণ করা।

সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে এক দশকব্যাপী গৃহযুদ্ধের পর ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত একটি শান্তি চুক্তি অনুসারে গত মাসে নেপালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই গৃহযুদ্ধে আনুমানিক ১৩ হাজার লোক নিহত হয়।

মিয়ানমার: অং সাং সুচীকে অব্যাহতভাবে বিনা বিচারে আটক রাখায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের গভীর নিন্দা প্রকাশ

২৭ মে- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ মিয়ানমার সরকারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী ড অং সাং সুচীকে আটক রাখার সময় সীমা বর্ধিত করার সিদ্ধান্তে গভীর নিন্দা জানিয়েছেন

এক বক্তব্যে জনাব বান বলেন, মিয়ানমার সরকারের জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগের সাধারণ সচিব ড অং সাং সুচীকে বিনা বিচারে গৃহবন্দী করে রাখার মেয়াদ আরও টানা ৬ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্তে আমি গভীরভাবে মর্মাহত।

জনাব বান সম্প্রতি ঘুর্ণিঝড় নার্গিসে ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে মিয়ানমার সফর করে নিউইয়র্ক পোঁছেছেন। সফরকালে তিনি মিয়ানমারের সেনা প্রধান থানসুয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

জনাব বান আরও উলে-খ করেন শীঘই ড অং সাং সুকী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে এবং মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকারের প্রতি পুর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সর্বব্যাপী জাতীয় মতঐক্য গঠন করা সম্ভব হবে।

মহাসচিব বলেন যে, তিনি আশা করেন মিয়ানমারে তার বিশেষ উপদেষ্টা ইব্রাহীম গামবারী মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ ও নোবেল বিজয়ী মিজ সুচীর সঙ্গে শীঘ্রই সংলাপ করার জন্য তার উদ্যোগ আব্যাহত রাখবেন।

** ** **